দৈনিক সংবাদ

তারিখ 06 FEB 1990
পৃষ্ঠা 6

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন ব্যবস্থা

ব্যয় বেড়েছে ।। অথচ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন যেতে হয় ক্যাম্পাসে

।। জাফর ওয়াজেদ ।।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যাতায়াত ব্যবস্থা এমনই যে, ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে যেতে হয়। পরিবহন খাতেও ব্যয় ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে।

প্রতিষ্ঠিত হবার পর গত ২৪ বছরেও বিশ্ববিদ্যালয় পরিবহন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ গড়ে উঠেনি। ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় যানবাহনের স্বল্পতাও রয়েছে।

পরিবহন খাতে এবছর ৯০ লাখ টাকা ব্যয় ধরা হলেও তা বেড়ে যেতে পারে। গত বছর ব্যয় হয়েছিল ১ কোটি ২৪ লাখ টাকা। ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াতের কারণে গত ২ বছরে দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে ৩ জন ছাত্র এবং আহত ও পঙ্গু হয়েছে আরো বেশ ক'জন।

শহর থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে এই বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ যোগাযোগের সঙ্গেও সংযুক্ত নয়। সে কারণেই বাস ও ট্রেনের বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১০ হাজারেরও বেশী। এর মধ্যে অনাবাসিকের সংখ্যাই বেশী। কিন্তু যানবাহন রয়েছে নামমাত্র। ফলে প্রতিদিন ছাত্রদের বাসে ও ট্রেনে বাদুড় ঝোলা হয়ে যেতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিজস্ব পরিবহন সেলে ১৩টি যানবাহন রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি প্রায়ই অচল থাকে। এসব যানবাহন শিক্ষক ও কর্মচারীদের যাতায়াত, এমন কি এক ফ্যাকাল্টি থেকে অন্য ফ্যাকাল্টিতে যেতেও ব্যবহার করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় বাসের স্বল্পতার কারণে ক্লাস ও অফিস চলাকালে ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আনা-নেয়ার জন্য দৈনিক নির্দিষ্ট ভাড়ায় ২৮টি বাস ভাড়া করা হয়ে থাকে। এ খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৩০ লাখ টাকা। এ বছর ৩৩ লাখ টাকা ধরা হলেও তা আরো বেড়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাস ছাড়াও রেল খাতেও গত বছর ব্যয় হয়েছিল ১৯ লাখ টাকা। এ বছর তা বেড়ে ২০ লাখ টাকার বেশীতে দাঁড়াবে।

রেল কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে তিনটি শাটল ট্রেন চালু রেখেছে, তাতেও রয়েছে বগির স্বল্পতা। ট্রেনের ছাদে, পাদানিতেও ছাত্রদের চড়তে হয়। সকাল পৌনে আটটায় চট্টগ্রাম রেলষ্টেশন থেকে ছেড়ে যাওয়া শাটল ট্রেনে বগি রয়েছে ৭টি। ৮টা ৪০ মিনিট ও ১১টা ২৫ মিনিটের ট্রেনে রয়েছে ৫টি করে বগি।

এসব ট্রেনে কোন পাখা, আলো নেই। বাথরুমগুলো থাকে নোংরা। গাদাগাদি করে ভোরের ট্রেনে ছাত্ররা চড়ে। পরিবহন খাতে আরো ব্যয় রয়েছে অনেক। যেমন গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণে গত বছর ১৭ লাখ টাকা ও জ্বালানি তেল খাতে ৩০ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ বছর এ হার ধরা হয়েছে ১৫ লাখ টাকা ও ২২ লাখ ৫০ হাজার টাকা। দেখা গেছে প্রতিবছর কর্তৃপক্ষের বরাদ্দের তুলনায় এ দুটি খাতে ব্যয় বেশী হচ্ছে।

শহর থেকে দূরত্বের কারণে প্রতিদিন শিক্ষক ও ছাত্রদের দেড় থেকে ২ ঘন্টা সময় অনুৎপাদন খাতে ব্যয় হয়। তদুপরি, দুপুরের পর থেকে ক্যাম্পাসও ফাঁকা হয়ে যায়। দুপুরের ট্রেনেই ছাত্ররা শহরে ফিরে আসতে থাকে। আর ওখনও দেখা যায় বাস ও ট্রেনে ভিড় উপচে পড়ছে।

এভাবেই ছাত্ররা প্রতিদিন যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে। —সংবাদ